বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
"পল্লী ভবন"
৫, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
Website : www.brdb.gov.bd

স্মারক নং-৪৭.৬২.০০০০.০৫.১০২.২২.৩৫৬.১০.১১৭৬ তারিখ ঃ ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ

বিষয়ঃ **এডভোকেট মোঃ আবুল কালাম পাটোয়ারী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর নিকট হতে প্রাপ্ত আপিল আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রেরণ।**

সূত্রঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের স্মারক নং-৪৭.৬২.০০.০০০০.০৪৪.০৪.০২৭.১৬.৫৪ তারিখঃ ০৭/০২/২০১৯ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের অনুসরণে এডভোকেট মোঃ আবুল কালাম পাটোয়ারী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর নিকট হতে প্রাপ্ত আপিল আবেদনের প্রেক্ষিতে চাহিত তথ্য সদয় পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হ'ল।

১৮/০২/১৯

মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার
মহাপরিচালক
ফোন: ৮১৮০০০২
E-mail : dgbrdb@gmail.com

সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

[দৃষ্টি আকর্ষণ: যুগ্মসচিব (আইন)]।

D:\ Pradip/Ministry Letter

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
আইন শাখা

নং-৪৭.৬২.০০০০.০৪৪.০৪.০২৭.১৬ -২৮৪

তারিখ : ১১ আষাঢ়, ১৪২৫
২৫ জুন, ২০১৮

বিষয়: রীট পিটিশন নং- ৮৮৬০/২০০৯ এ প্রচারিত ১১.১২.২০১১ তারিখের রায় বাস্তবায় প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জনাব মো: আবুল কালাম পাটওয়ারী, এ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের নিকট হতে প্রাপ্ত বিবেচ্যপত্রের ছায়ালিপি(সংযুক্তিসহ) এতদসংগে প্রেরণ করা হলো। এ বিষয়ে জরুরী বিধিগত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক
১ (এক) সেট, ১৮ (আঠার) ফর্দ

(মোঃ আব্দুস সামাদ প্রধান)
সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৭৮০০৮
E-mail: rdcd.lawsection@gmail.com

মহাপরিচালক,
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড,
পল্লী ভবন, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫৭১
৩০/৭/১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রতিষ্ঠান শাখা-২
www.rdcd.gov.bd

০৭ শ্রাবণ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

স্মারক নং- ৪৭.০০.০০০০.০৪৭.১৫.২৩১.১৮-২৬১(০৭)

তারিখ: ------------------------------

২২ জুলাই, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের রীট পিটিশন ৮৮৬০/০৯, সিভিল পিটিশন ৫২০/১৫, রিভিউ সিভিল পিটিশন ৪৪/২০১৭ মোতাবেক ০১/০৭/২০০৯ইং হতে বিআরডিবির রাজস্ব খাতে স্থানান্তরে সরকারী মঞ্জুরী জ্ঞাপন (জিও) জারীর আবেদন।

সূত্র: বিআরডিবি'র অপ্রধান শষ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচী এর ৩১ জন মাঠকর্মীর আবেদন, তারিখ: ২০/৫/২০১৮খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর অপ্রধান শষ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচীর জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের বিষয়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে দায়েরকৃত রীট পিটিশন নং-৮৮৬০/০৯, সিভিল পিটিশন নং-৫২০/১৫, রিভিউ সিভিল পিটিশন ৪৪/২০১৭ ইত্যাদির বিষয়ে বিআরডিবি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ এবং সূত্রে উল্লেখিত আবেদনসমূহের বিষয়ে মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি:- বর্ণনা মোতাবেক।

২২/৭/২০১৮

(আইরীন ফারজানা)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৬৩২১১
e-mail: rdcdsection2@gmail.com

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)
৫-কাওরান বাজার, ঢাকা।

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):-

০১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। অতিরিক্ত সচিব (প্রতিষ্ঠান) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
০৫। অফিস কপি।

পরিচালক (প্রশাসন)
এর দপ্তর
ডকেট নং : ....
তারিখ: ৫/৮/১৮
যুগ্ম-পরিচালক (প্রশাসন)
উপপরিচালক (প্রশাসন-১)
উপপরিচালক (প্রশাসন-২)
উপপরিচালক (জ: ও স:)
সহ:পরিচালক (এসিআর)
পি. এ.
পরিচালক(প্রশা:)
এর স্বাক্ষর: ....

মহাপরিচালক এর দপ্তর
ডকেট নং ৪৫৫
তাং ৩০-০৭-১৮
পরিচালক (প্রশাঃ)
পরিচালক (অর্থ)
পরিচালক (সংঃ)
পরিচালক (পল্লপঃ)
পরিচালক (প্রশিঃ)
প্রঃ পরিচালক
উপপরিচালক (জস)
একান্ত সচিব
মহাপরিচালক
এর স্বাক্ষর :
ডকেটকারীর স্বাক্ষর :

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী ভবন, ৫, কাওরানবাজার, ঢাকা-১২১৫

স্মারক নং-৪৭.৬২.০০০০.২০৮.০৪.৮৫৪.১৭.৭৩২০ তারিখঃ ১৪ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রিঃ

বিষয়ঃ **বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের জনবল কর্তৃক বিআরডিবি'র রাজস্ব বাজেটে আত্মীকরণের জন্য মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে দায়েরকৃত মামলার রায়ের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।**

সূত্র ১: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের স্মারক নং-৪৭.০০.০০০০.০৪৭.১৫.২৩১.১৮-২৬১(০৭) তারিখঃ ২২ জুলাই, ২০১৮ খ্রিঃ।
সূত্র ২: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের স্মারক নং-৪৭.৬২.০০০০.০৪৪.০৪.০২৭.১৬-২৮৪ তারিখঃ ২৫ জুন, ২০১৮ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ও সূত্রস্থ পত্রের অনুসরণে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের জনবল কর্তৃক বিআরডিবি'র রাজস্ব বাজেটে আত্মীকরণের জন্য মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে বিভিন্ন সময়ে প্রায় ৯৭ টি মামলা দায়ের করা হয়। যা মহামান্য আদালতের বিভিন স্তরে (হাইকোর্ট, আপীল বিভাগ ও রিভিউ) বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে। তন্মধ্যে ৫ টি মামলায় (রিভিউ পিটিশন নং-৪৪/১৭, ১৪২/১৮, ১৪৩/১৮, ১৪৪/১৮, ১৪৫/১৮ যা যথাক্রমে রীট পিটিশন নং-৮৮৬০/০৯, ২৮৫৬/১৪, ১৮০৯/১৪, ১৭১০/১৩, ১১৫২২/১৩ হতে উদ্ভূত) সম্প্রতি মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ হতে রিভিউ পিটিশন এর রায় প্রচার করেছেন। মহামান্য আদালতের উল্লেখিত রায়ে বাদীগণকে বিআরডিবি'র রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর/আত্মীকরণের ইতিপূর্বের রায় বহাল রাখে। মহামান্য আদালতের রায়ের আলোকে পরবর্তী আইনগত মতামত গ্রহণের নিমিত্তে বিআরডিবি'র বিজ্ঞ সিনিয়র আইন উপদেষ্টা বিচারপতি সৈয়দ আমিরুল ইসলাম (অবঃ) এর মতামত গ্রহণের জন্য নথি প্রেরণ করা হয়েছে। একইসঙ্গে, বিআরডিবি'র বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা জনাব মোঃ আব্দুর রহমানের নিকট স্মারক নং-৬০১৭ তারিখঃ ২০ আগস্ট খ্রিঃ মূলে আইনগত মতামত চেয়ে ও স্মারক নং-৬৫৩৯ তারিখঃ ১৩ সেপ্টেম্বর খ্রিঃ মূলে তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিআরডিবি'র বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা ও সিনিয়র আইন উপদেষ্টা'র চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ ও নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। তিনি দ্রুততম সময়ের মধ্যে মতামত প্রেরণ করবেন মর্মে নিশ্চিত করেছেন।

০২। মহামান্য আদালতে বিআরডিবি'র বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচীতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে রাজস্ব বাজেটে আত্মীকরণের বিষয়ে প্রায় ৯৩ টি চলমান মামলার মধ্যে অধিকাংশ মামলা নিষ্পত্তির পর্যায়ে রয়েছে। মহামান্য আদালতে বিচারাধীন মামলাসমূহের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে বিচারধীন ৩৪ টি মামলায় বাদীর সংখ্যা প্রায় ১২৪৩ জন, আপীল বিভাগের ৩১ টি মামলায় প্রায় ৭৭৫ জন, ২৩ টি রিভিউ মামলায় প্রায় ৮২৩ জন। অর্থাৎ হাইকোর্ট বিভাগ বা আপীল বিভাগের রায় প্রাপ্ত পিটিশনারের সংখ্যা প্রায় ১৫৯৮ জন। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন ৯ টি কর্মসূচী/প্রকল্পের লোকজন উল্লেখিত মামলাসমূহ দায়ের করেছেন। এই সকল কর্মসূচী/প্রকল্পের মোট জনবলের সংখ্যা প্রায় ৯৫০০ জন। যাদের মধ্যে অনেকেই মামলা রুজু করার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছেন। উল্লেখিত ৯ টি কর্মসূচী/প্রকল্পে কর্মরত কর্মচারীদেরকে মহামান্য আদালতের রায়ের আলোকে বিআরডিবি'র রাজস্ব বাজেটে ধারাবাহিকভাবে আত্মীকরন করা হলে প্রথমত ঐ সমস্ত প্রকল্প/কর্মসূচীসমূহ খুব স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ/সমাপ্ত হয়ে যাবে অর্থাৎ প্রকল্প/কর্মসূচীসমূহের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের জন্য সরকারের গৃহীত উন্নয়ন পদক্ষেপ ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আবার অপরদিকে ঐ সমস্ত প্রকল্প/কর্মসূচীসমূহে জনবল নিয়োগ করা হলে তাঁরাও পূর্বসূরীদের ন্যায় মহামান্য আদালতের শরণাপন্ন হবেন মর্মে অনুমিত হয় এবং এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে।

০৩। একইসঙ্গে বর্ণিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণ প্রায় ১৫০০/- (পনের শত) কোটি টাকা বিতরণ/আদায়ের জন্য পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় বিআরডিবি'র পক্ষে এই বিপুল পরিমান ঋণের টাকা আদায় করা সম্ভবপর নয়। **অপরদিকে মহামান্য আদালতের সর্বোচ্চ রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে রায় দ্রুত বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতাও রয়েছে।** বিআরডিবি'তে বর্তমানে শূণ্য পদের বিপরীতে সর্বোচ্চ ২৯৮ (প্রায়) জনকে আত্মীকরণ সম্ভব অর্থাৎ বিআরডিবি সর্বোচ্চ আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলেও মহামান্য আদালতের রায়প্রাপ্ত সকলকে আত্মীকরণের সুযোগ নেই এবং ধীরে ধীরে বিআরডিবি'র রাজস্ব বাজেটে আত্মীকরণের জন্য মহামান্য আদালতের রায়প্রাপ্ত পিটিশনারের সংখ্যা বাড়তেই থাকবে; কিন্তু বিআরডিবি'র বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোতে বিদ্যমান শূণ্য পদের অনুমোদিত সংখ্যা পিটিশনারদের তুলনায় অপ্রতুল। একইসঙ্গে বিআরডিবি কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গৃহীত/বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহে কর্মরত জনবলের জৈষ্ঠ্যতা তালিকা অনুসরন বা প্রণয়নের কোন সুযোগ/বিধান না থাকায় চূড়ান্তভাবে রায়প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরদের জ্যেষ্ঠতা অনুসারে তালিকা প্রস্তুত করা দুরূহ।

চলমান পাতা-২

ফোনঃ +৮৮০২-৮১৮০০০২, ফ্যাক্সঃ ০২-৮১৮০০০৩, ই-মেইলঃ dgbrdb@gmail.com, dg@brdb.gov.bd ওয়েবসাইটঃ www.brdb.gov.bd

এমনকি মহামান্য আদালতের রায়েও জ্যেষ্ঠতা ভিত্তিক আত্মীকরণের বিষয়ে অর্থাৎ কোন প্রকল্পের জনবলকে আগে আত্মীকরণ করা হবে বা অন্য কোন বিবেচনায়/অগ্রাধিকার/নিরূপন করে আত্মীকরণের তালিকা প্রস্তুত করা হবে সে বিষয়েও সুস্পষ্ট কোন প্রকার দিক নির্দেশনা নেই।

০৪। বিআরডিবি'র বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো, শূণ্য পদের সংখ্যা, মহামান্য আদালতের রায়, আদালত অবমাননা মামলা, প্রকল্প/কর্মসূচীসমূহের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের জন্য সরকারের গৃহীত উন্নয়ন পদক্ষেপ চলমান রাখা, উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের প্রায় ১৫০০/- (এক হাজার পাঁচ শত) কোটি টাকা আদায়, সকল অবলুপ্ত প্রকল্প ও কর্মসূচী একীভূতকরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন থাকাসহ সার্বিক বিবেচনায় বিআরডিবি'র বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্ধনের কোন বিকল্প নেই মর্মে স্পষ্টতই প্রতীয়মান।

০৫। সূত্রস্থ পত্রে উল্লিখিত ৫ টি মামলায় (রিভিউ পিটিশন নং-৪৪/১৭, ১৪২/১৮/, ১৪৩/১৮, ১৪৪/১৮, ১৪৫/১৮ যা যথাক্রমে রীট পিটিশন নং-৮৮৬০/০৯, ২৮৫৬/১৭, ১৮০৯/১৪, ১৭১০/১৩, ১১৫২২/১৩ হতে উদ্ভূত) মহামান্য আদালতের সর্বশেষ রায়ে বিআরডিবি'র রাজস্ব বাজেটে আত্মীকরণের জন্য আদেশপ্রাপ্ত পিটিশনারগণসহ ন্যায় বিচারের স্বার্থে অন্য সকল পিটিশনারদের ক্ষেত্রেও একইভাবে সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। অন্যথায়, অন্য মামলার বাদীগণ কর্তৃক পুনরায় আদালতে শরনাপন্ন হয়ে আদালত অবমাননা মামলা দায়েরসহ বিআরডিবি'তে এক ধরণে অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। ফলে বিআরডিবি তথা সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকছে।

০৬। এ পর্যায়ে সূত্রস্থ উল্লেখিত ৫ টি মামলায় (রিভিউ পিটিশন নং-৪৪/১৭, ১৪২/১৮, ১৪৩/১৮, ১৪৪/১৮, ১৪৫/১৮ যা যথাক্রমে রীট পিটিশন নং-৮৮৬০/০৯, ২৮৫৬/১৪, ১৮০৯/১৪, ১৭১০/১৩, ১১৫২২/১৩ হতে উদ্ভূত) বিআরডিবি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা, মহামান্য আদালতের সর্বশেষ রায়ের আলোকে সম্ভাব্য করণীয় ও সর্বশেষ অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাবলী দৃষ্টে বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের বিকল্প নাই মর্মেই প্রতীয়মান। লক্ষণীয় যে, সকল ক্ষেত্রেই এ মামলাসমূহের রায়ে বিআরডিবি'র রাজস্ব বাজেটের আওতায় আত্মীকরণের অনুকূলেই উচ্চ আদালতের রায় ঘোষিত হয়েছে।

০৭। এমতাবস্থায়, বিআরডিবি'র সাংগঠনিক কাঠামো ও সরঞ্জাম তালিকা পুনর্বিন্যাসপূর্বক বিভিন্ন পর্যায়ে ১৭৭৭৮ (সতের হাজার সাত শত আটাত্তর) টি পদ সৃজনের বিষয়ে নীতিগত সম্মতি গ্রহণের জন্য বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদের ৪৭তম সভায় প্রস্তাব উপস্থাপন করতে যাচ্ছে।

মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী নির্দেশনার জন্য এ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হলো।

১৪.১০.২০১৮

মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার
মহাপরিচালক

সিনিয়র সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

পল্লী ভবন

৫ কাওরানবাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫

স্মারক নং: ৪৭.৬২.০০০০.১০২.০৬.০০৪.১৮.৭৩৫২

তারিখ: ১৫ অক্টোবর ২০১৮

বিষয় : বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদের ৪৯তম সভার বিজ্ঞপ্তি।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)-এর পরিচালনা পর্ষদের ৪৯তম সভা আগামী ২৫ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ, ১০ কার্তিক ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার, সকাল ১১.০০ ঘটিকায় **পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকায়** অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)-এর পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের **মাননীয় মন্ত্রী জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেন,** *এমপি* উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন মর্মে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। **বিআরডিবি পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান এবং** স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের **মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা,** *এমপি* সভায় উপস্থিত থাকবেন।

বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সকল সদস্য/প্রতিনিধিকে যথাসময়ে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হ'ল। সভার কার্যপত্র যথাশীঘ্র প্রেরণ করা হবে।

১৫.১০.২০১৮

মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার
মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
ও
সদস্য সচিব
বিআরডিবি পরিচালনা পর্ষদ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১) জনাব মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা, *এমপি*, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং ভাইস-চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড।

০২) জনাব মোঃ ইসরাফিল আলম, *এমপি*, সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন, মতিঝিল, ঢাকা।

০৩) সিনিয়র সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৪) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। [যুগ্ম সচিব পদ মর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তা প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণের জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলো।]

০৫) সদস্য (পল্লী উন্নয়ন), পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।

০৬) জনাব মোঃ সিরাজুল হায়দার, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৭) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা।

০৮) নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, সমবায় ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

০৯) মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া।

১০) মহাপরিচালক, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, গোপালগঞ্জ।

১১) জনাব মোঃ শাহজাহান, অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১২) জনাব মোঃ তৌফিকুল আরিফ, যুগ্ম সচিব, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৩) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।

১৪) জেনারেল ম্যানেজার, মাইক্রোক্রেডিট ডিভিশন, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

পৃষ্ঠা-২/১

ফোন: +৮৮-০২-৮১৮০০০২, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮১৮০০০৩ ইমেইল: dgbrdb@gmail.com, dg@brdb.gov.bd ওয়েবসাইট: www.brdb.gov.bd

স্মারক নং: ৪৭.৬২.০০০০.১০২.০৬.০০৪.১৮.৭৩৫২ তারিখ: ১৫ অক্টোবর ২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

০১) পরিচালক .... (সকল), বিআরডিবি, ঢাকা/সিলেট।

০২) যুগ্ম পরিচালক/প্রকল্প পরিচালক/নির্বাহী পরিচালক .... (সকল), বিআরডিবি, ঢাকা/রংপুর/কুড়িগ্রাম/ফরিদপুর/গাইবান্ধা।

০৩) উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং), বিআরডিবি, ঢাকা(বিজ্ঞপ্তিটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

০৪) উপপরিচালক (প্রশাসন-২), বিআরডিবি, ঢাকা।

০৫) মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিআরডিবি, ঢাকা।

০৬) অফিস কপি।

১৫.১০.১৮

আক্কাছ আলী
উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়)
০১৯১৬২৯৫৩৯০

ফোন: +৮৮-০২-৮১৮০০০২, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮১৮০০০৩ ইমেইল: dgbrdb@gmail.com, dg@brdb.gov.bd ওয়েবসাইট: www.brdb.gov.bd

সংযুক্তি: ২(গ)

আলোচ্য বিষয় - ০৬

বিআরডিবি'র সাংগঠনিক কাঠামো ও অফিস সরঞ্জাম তালিকা (টিওএন্ডই) পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাবের বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ

০৩.০১.১৯
আক্কাছ আলী
উপপরিচালক (জঃ ও সং)
বিআরডিবি, ঢাকা।

আলোচ্য বিষয়-৬: বিআরডিবি'র সাংগঠনিক কাঠামো ও অফিস সরঞ্জাম তালিকা (টিওএন্ডই) পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাবের বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গ্রামীণ জনগনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, দরিদ্র ও বিত্তহীন জনগোষ্ঠির ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে দারিদ্র বিমোচনসহ বহুমূখী উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি যথা-পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক), সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক), দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়), পল্লী প্রগতি প্রকল্প (পপ্রপ্র), মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (মবিকেউস), পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প, দুঃস্থ পরিবার উন্নয়ন সমিতি (দুপউস), দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় দারিদ্র বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প (দুএদাবি), প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্প (ব্যান পি এইচ সি), সরিষাবাড়ী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসআরডিপি) গ্রামীন মহিলাদের উৎপাদন মুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (গ্রামউকসক), গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনমুখী কর্মসূচি (গ্রামউক), উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি), পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প, দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো), ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট এমপাওয়ারমেন্ট এন্ড লাইভলীহুড প্রজেক্ট (আইডিয়েল) মোট ১৫টি সমাপ্ত প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রম ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে চলমান আছে।

২। এ সকল সমাপ্ত প্রকল্প ও কর্মসূচি সমাপ্তির পর এর আওতাধীন ঋণ কার্যক্রম বিআরডিবি'র নিজস্ব ব্যবস্থাধীনে পৃথক পৃথক কর্মসূচি হিসেবে চলমান রাখা হয়েছে। প্রকল্প শুরুকালীন সময়ে বিভিন্ন সেবামূল্যের হার, আলাদা নিয়মে সৃষ্টি হওয়ায় সমাপ্তির পর সেগুলো বিদ্যমান জনরল দ্বারা রিপোর্ট রির্টান প্রস্তুত, হিসাবপত্র ঠিক করা, বিভিন্ন খাতাপত্র ও লেজার লিখন, সার্ভিস ডেলিভারী, পরিচালন ও তদারকীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টিও হচ্ছে। ১৫টি সমাপ্ত প্রকল্পের উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ৬১০৬ জন জনবলও রয়েছে। এছাড়া এ সকল সমাপ্ত প্রকল্পে সরকার কর্তৃক ঋণ তহবিল হিসেবে ৮৯৯.৬৯ কোটি টাকা মাঠে বিতরণ থাকায় এ সকল সমাপ্ত প্রকল্পের জনবলকে বিদায়ও করা যাচ্ছে না। তদুপরি এ সকল প্রকল্পে কর্মরত জনবল বিআরডিবি'র মূল সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিভিন্ন সময়ে মহামান্য উচ্চ আদালতে ৯১টি রীট মামলা দায়ের করেছে এবং এ সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মহামান্য আদালতের বিভিন্ন স্তরের বিচারাধীন মামলাসমূহের মধ্যে ৫টি মামলায় (রিভিউ পিটিশিন নং-৪৪/১৭, ১৪২/১৮, ১৪৩/১৮, ১৪৪/১৮, ১৪৫/১৮ যা যথাক্রমে রীটপিটিশন নং-৮৮৬০/০৯, ২৮৫৬/১৭, ১৮০৯/১৪, ১৭১০/১৩, ১১৫২২/১৩, হতে উদ্ভূত) সম্প্রতি মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ হতে রিভিউ এর রায় প্রচার করেছেন। মহামান্য আদালতের উল্লিখিত রায়ে বাদীগণকে বিআরডিবি'র রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর/আত্মীকরণ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। মহামান্য আদালতে বিচারাধীন মামলাসমূহের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন ২৭টি মামলায় বাদীর সংখ্যা প্রায় ১০০৫জন। আপিল বিভাগে ৩১টি মামলায় প্রায় ৭৭৫জন, ২৪টি রিভিউ মামলায় প্রায় ৮৩৭জন। এ সকল মামলার রায় বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা থাকায় যথাসময়ে তা বাস্তবায়ন করতে না পারার কারণে মহামান্য উচ্চ আদালতে ১০টি আদালত অবমাননার (Contempt petition) মামলাসহ নানা কারণে বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরীর শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলেও মহামান্য উচ্চ আদালতে সমাপ্ত প্রকল্পের জনবল কর্তৃক ৯১টি রীট মামলায় বিআরডিবি'র শূন্য পদে আত্মীকরণ/নিয়মতিকরণ করার নির্দেশনাসহ ১৩টি রীটমামলায় চলমান নিয়োগ হতে রীটকারীদের জন্য মোট ৬৫৭টি পদ সংরক্ষণের জন্য আদেশ দিয়েছেন। ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়াও এগিয়ে নেয়াও সম্ভব হচ্ছে না। এ সকল মামলাগুলো চালিয়ে নেয়াও প্রতিষ্ঠানের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। কারণ মামলাগুলো পরিচালনায় বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে এবং মামলাগুলোর গতি প্রকৃতি পরিবীক্ষণের জন্য অতিরিক্ত লোকবলের আবশ্যকতাও দেখা দিয়েছে। উচ্চ আদালতে দায়েরকৃত এসব মামলার কারণে আদালত অবমাননার মামলাসহ প্রতিনিয়ত বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আদালতের নির্দেশে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরও এসব মামলায় ব্যক্তিগতভাবে হাজিরা দিতে হচ্ছে। ফলে বিআরডিবি'র স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনায় গুরুতর সমস্যার সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আর এসকল মামলার রায় বাস্তবায়ন করা বিআরডিবি'র একার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বর্তমান বাস্তবতায় মহামান্য আদালতের কনটেম্পট পিটিশনের কার্যক্রম পরিহার করতে হলে এ সকল কর্মচারীদের রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। একটি হিসাব করলে দেখা যায় যে, বিআরডিবি'র অনুমোদিত পদ ২৮৯৬টি (আউটসোর্সিং বাদে)। বিআরডিবি'র বিগত বছর গুলোতে পিআরএল গমনকারীর সংখ্যা ২০১৩ সালে ২৬জন, ২০১৪ সালে ৮৩ জন, ২০১৫ সালে ৯২ জন, ২০১৬ সালে ১০৩ জন, ২০১৭ সালে ১৩৪ জন। এভাবে পদ শূন্য হলে প্রতি বছর মহামান্য আদালতের নির্দেশনায় তাঁদেরকে রাজস্ব বাজেটে প্রতি বছর ১০০জন করে আত্মীকরণ করা হলে প্রায় ৬০ বছর সময় লাগবে। এছাড়া এ সকল প্রকল্পের সরকার কর্তৃক ঋণ তহবিল হিসেবে ১৫টি কর্মসূচির আওতায় বর্তমান ঋণ তহবিল ৮৯৯.৬৯ কোটি টাকা। মোট ৬১০৬ জনবলের বেতন ভাতা খাতে প্রাপ্ত আয় ৬৫.০৮ কোটি টাকা। ২০১৫ সালের বেতন স্কেল বাস্তবায়ন হওয়ায় প্রত্যেক কর্মচারীর বেতন দ্বিগুন হওয়ায় (আয় বৃদ্ধি না পাওয়ায়) বেতন ভাতা খাতে ঘাটতি ৭০.৫৬ কোটি টাকা। আর এ ঘাটতি মেটাতে হলে অতিরিক্ত ঋণ তহবিল দরকার ১০০৮.১১ কোটি টাকা। এসকল জনবল আত্মীকরণ করা হলে মাঠ পর্যায়ে ৮৯৯.৬৯ কোটি ঋণ হিসেবে বিতরণ থাকায় এ কাজটি করার জন্য নূতন করে ঐ সকল প্রকল্পে জনবল নিয়োগ দিতে হবে। আর এসকল মামলার রায় বাস্তবায়ন করা বিআরডিবি'র একার পক্ষে সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে বিআরডিবি'র সাংগঠনিক কাঠামোতে সদর দপ্তর, বিভাগ, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন এর মাঠ পর্যায়ে প্রযোজনীয় সংখ্যক জনবলের পদ রাজস্ব বাজেটের আওতায় সৃজন করে এসকল কর্মসূচিগুলো চলমান রাখা যেতে

পারে। একই সাথে এসকল জনবলের জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় পদ সৃজন করা হলে অদূর ভবিষ্যতে বিআরডিবি'র সক্ষমতা যেমন বাড়বে তেমনি এ সকল নবসৃষ্ট পদে রীটপিটিশনার কর্মচারীদের আত্মীকরণের মাধ্যমে পদায়ন করা সম্ভব হবে। ফলে আগামীতে প্রকল্প কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার সময় নূতন কোন জনবলের প্রয়োজন হবে না। এসকল জনবলের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ করা সম্ভব হবে।

৪। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮২ অনুযায়ী বিআরডিবি'র কার্যক্রম (Functionaries) ৩ স্তর (জাতীয়, জেলা ও উপজেলা/থানা) বিশিষ্ট ছিল। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৮'তে বিআরডিবি'র কার্যক্রম (Functionaries) ৪ (চার) স্তর বিশিষ্ট (জাতীয়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা/থানা) পর্যায়ে করা হয়েছে। তাই বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৮ এর আলোকে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম তদারকী ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে বিভাগীয় পর্যায়ের অফিস স্থাপনসহ বিআরডিবি'র একজন পরিচালক পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তার পদসৃষ্টিকরণ এবং তাঁর অধিনস্থ প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করার প্রস্তাব করা হয়েছে। বিআরডিটিআই'র বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোতে রাজস্ব বাজেটভুক্ত ৪১টি পদ এবং ইনস্টিটিউটের নিজস্ব আয় হতে সাকুল্য বেতন এবং দৈনিক ভিত্তিতে মজুরী পরিশোধিত হয় এমন অস্থায়ী পদ মোট ৩২টি। দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে কাজ করছে এমন অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সামর্থের সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর আওতাধীন বিআরডিটিআই-কে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে প্রতিযোগিতামূলকভাবে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে একটি নিজস্ব স্থায়ী পেশাদার জনবল কাঠামো সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউটের বর্তমান জনবলের সাথে প্রশাসনিক ও একাডেমিক অনুষদের অধীন পেশা/কৃত্যভিত্তিক প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবলের পদ সৃজন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৫। বিআরডিবি'র বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স, কোটালীপাড়া প্রকল্পটি সফল বাস্তবায়নের পর বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) নামে আলাদা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইনের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়। ফলে বিআরিডবি'র আওতায় একমাত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিআরডিটিআই, সিলেট ছাড়া আর কোন প্রতিষ্ঠান নেই। ফলে বিআরিডবি'র আওতাধীন সকল সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন দলের (অনানুষ্ঠানিক দলের) উপকারভোগী সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরডিটিআই এর মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হয়। এখানে বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ও রিফ্রেসার্স কোর্সসহ অন্যান্য সকল প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়। এছাড়া এ ইনস্টিটিউট সিভিল সার্ভিসভুক্ত ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং দেশের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্রবিমোচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির দক্ষতা উন্নয়ন, গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়নের মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ এবং টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে এনজিও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ কোর্সও পরিচালনা করে। তাই ড্যানিডার অর্থায়নে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ এর আওতায় ১৯৮৭ সালে ০.৮৭ একর জায়গার নোয়াখালী জেলা শহরে নির্মিত নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এনআরডিটিআই) নামকরণ করে আরও শক্তিশালী করার নিমিত্ত পরিচালক (এনআরডিটিআই) নামে ১টি পরিচালকের (৩য় গ্রেডে) পদসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৬। দেশের নারী সমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনার লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের সাহায়তায় বিআরডিবিই সর্বপ্রথম ১৯৭৫ সালে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সকল উপজেলায় মহিলা সমবায় সমিতির গঠনের মাধ্যমে নারীগোষ্টিকে অন্তভূক্ত করে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি উপজেলায় ১জন সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (মহিলা) নামে পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানে ৯৫টি উপজেলায় মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগের অধীনে ১০ম গ্রেডের সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার ১টি করে পদ রয়েছে। তাই অবশিষ্ট পদ রয়েছে ৩৯৯টি উপজেলার মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগের আওতায় ৩৯৯টি সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (মহিলা) পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। গ্রাম কৃষি কার্যক্রমের পাশাপাশি অকৃষি কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে অফ ফার্ম একটিভিটিস এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই গ্রাম পর্যায়ে গঠিত কৃষক সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন দলের সদস্যদের কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ছাড়াও অকৃষি কাজের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যোক্তা উদ্দীপন সৃষ্টি করা যেতে পারে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৮ অনুযায়ী গ্রাম পর্যায়ে কৃষকদের সংগঠিত করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। বিদ্যমান আইন ২০১৮'তে প্রশিক্ষণের বিষয়ে নিম্নোক্ত বিষয় উল্লেখ রয়েছে-"পল্লী উন্নয়ন দল, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং আদর্শ কৃষকদেরকে কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমে ফলপ্রসু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা" আইনের আলোকে গ্রাম পর্যায়ে গঠিত সমবায় সমিতির সদস্যদের এবং পল্লী উন্নয়ন দলের সদস্যদের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে বিআরডিবি'র আওতায় উপজেলা পর্যায়ে ২৩টি প্রশিক্ষণ ইউনিট রয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণ ইউনিটসহ উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় জনবলের পদ সৃজন করা হলে পূর্বের থানা ট্রেনিং ও ডেভেলপমেন্ট সেন্টার এর ভূমিকা পালন করতে পারবে। ফলে কৃষকদের দক্ষতা উন্নয়নসহ পল্লী উন্নয়নে কার্যকর ভুমকা পালন করতে পারবে। এ লক্ষ্যে দেশের ৪৯৪টি উপজেলায় বর্ণিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৪৯৪টি সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ) নামে পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। ফলে গ্রাম পর্যায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সমবায়ীদের Promotional, Motivational, Educational & Entrepreneurship Development করা সম্ভব হবে।

৭। নারীদের বিভিন্ন আইজিএ ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন করে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য আলাদা কোন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিআরডিবি'র নেই। জার্মান কারিগরী সহায়তায় ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং ১৯৮৭ সালে বিআরডিবি'র আওতায় মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচির অধিভুক্ত টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটটি দীর্ঘকাল ধরে মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি আধুনিকায়ন ও প্রয়োজনীয় পদ সৃজন করা হলে বিআরডিবি'র আওতাধীন বর্ণিত মহিলা সমিতি/দলের সদস্যদের জীবন মান উন্নয়েনের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে পারবে। তাই মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগের মাধ্যমে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে টাঙ্গাইল মহিলা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (টিডব্লিউডিটিআই) নামকরণ করে আরও শক্তিশালী করার নিমিত্ত পরিচালক (টিডব্লিউডিটিআই) নামে ১টি পরিচালকের (৩য় গ্রেডে) পদসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৮। বিআরডিবি'র বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদিসমূহের অধিকাংশই এনাম কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত। উক্ত যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদিসমূহ প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। তাছাড়া বিআরডিবি'র অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোতে ৪টি পরিচালকের পদসহ ১৮৫৫ জনবলের স্থলে বিভিন্ন সময়ে সরকারী জিও'র মাধ্যমে নতুন পদ সৃজনের ফলে ৬টি পরিচালকের পদসহ উক্ত জনবলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে-৩৪০৬। এছাড়াও বিআরডিবি'র সদর কার্যালয়সহ, প্রস্তাবিত বিভাগীয় কার্যালয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কাজের পরিধি বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্সসমূহকে আধুনিক সুযোগ সুবিধাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি সংযোজনপূর্বক প্রস্তাবিত যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদির তালিকা (টিওএন্ডই)সহ প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন প্রয়োজন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রস্তাবিত অফিস সরঞ্জামাদির বেশীর ভাগই সংস্থার কাজের স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। সে বাস্তবতা বিবেচনায় প্রস্তাবিত জনবলসহ সাংগঠনিক কাঠামো ও অফিস সরঞ্জামাদি অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, বিআরডিবি'র বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো, শূন্য পদের সংখ্যা, মহামান্য আদালতের রায়, আদালত অবমামনা মামলা, প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারের গৃহীত উন্নয়ন পদক্ষেপ চলমান রাখা, উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিতরণকৃত ঋণ আদায় ও সরকারি অর্থের নিশ্চয়তা বিধান, সকল প্রকল্প/কর্মসূচি একীভূত আকরে বাস্তবায়ন রাখাসহ সার্বিক বিবেচনায় বিআরডিবি'র বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল পর্যালোচনা এবং পুননিরীক্ষণ করে বর্ণিত স্মারক মূলে প্রেরিত ১৭,৭৭৮ টি নতুন পদ (১ম শ্রেণীর ২৭৬টি, ২য় শ্রেণীর ১৪১৮টি, ৩য় শ্রেণীর ১৪৯৮৩টি এবং ৪র্থ শ্রেণীর ১১০১টি) **(পরিশিষ্ট-১৩)** বিআরডিবি'র রাজস্ব বাজেটের আওতায় সৃজনের প্রস্তাব এবং অফিস সরঞ্জামাদীর তালিকা টিওএন্ডইভুক্ত করণের প্রস্তাব **(পরিশিষ্ট-১৪)** নীতিগত অনুমোদুন করা যেতে পারে।

০৩-০১-১৭
আক্কাছ আলী
উপপরিচালক (জেঃ ও সং)
বিআরডিবি, ঢাকা।

আলোচ্য বিষয় -১১

বিআরডিবি'র বিভিন্ন সমাপ্তকৃত ও চলমান প্রকল্পের কর্মচারীদের রাজস্ব বাজেটের আওতায় আত্মীকরণের বিষয়ে রুজুকৃত রীটমামলা ও কনটেম্পট পিটিশনসমূহের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য বিআরডিবি'র সাংগঠনিক কাঠামো ও সরঞ্জাম তালিকায় (টিওএন্ডই) সংশোধনী আনয়ন এবং পূর্ণাঙ্গ আইন উপদেষ্টা প্যানেল সৃজনের বিষয়ে প্রস্তাবনা

আলোচ্য বিষয়-১১: বিআরডিবি'র বিভিন্ন সমাপ্তকৃত ও চলমান প্রকল্পের কর্মচারীদের রাজস্ব বাজেটের আওতায় আত্মীকরণের বিষয়ে রুজুকৃত রীটমামলা ও কনটেম্পট পিটিশনসমূহের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য বিআরডিবি'র সাংগঠনিক কাঠামো ও সরঞ্জাম তালিকায় (টিওএন্ডই) সংশোধনী আনয়ন এবং পূর্ণাঙ্গ আইন উপদেষ্টা প্যানেল সৃজনের বিষয়ে প্রস্তাবনা।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, দরিদ্র ও বিত্তহীন জনগোষ্ঠির ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে দারিদ্র বিমোচনসহ বহুমূখী উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি যথা-

১.পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক);
২.সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক);
৩. দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষন, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়);
৪. পল্লী প্রগতি প্রকল্প (পপ্রপ্র);
৫.মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (মবিকেউস);
৬.পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প;
৭. দুঃস্থ পরিবার উন্নয়ন সমিতি (দুপউস);
৮. দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় দারিদ্র বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প (দুএদাবি);
৯. প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্প (ব্যান পি এইচ সি);
১০. ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট এমপাওয়ারমেন্ট এন্ড লাইভলীহুড প্রজেক্ট (আইডিয়েল);
১১. গ্রামীন মহিলাদের উৎপাদন মুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (গ্রামউকসক);
১২.গ্রামীন মহিলাদের উৎপাদনমুখী কর্মসূচি (গ্রামউক);
১৩.উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি);
১৪. পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প;
১৫. দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো);
মোট ১৫টি সমাপ্ত প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রম ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে চলমান আছে।

২। এ সকল সমাপ্ত প্রকল্প ও কর্মসূচি সমাপ্তির পর এর আওতাধীন ঋণ কার্যক্রম বিআরডিবি'র নিজস্ব ব্যবস্থাধীনে পৃথক পৃথক কর্মসূচি হিসেবে চলমান রাখা হয়েছে। প্রকল্প শুরুকালীন সময়ে বিভিন্ন সেবামূল্যের হার, আলাদা নিয়মে সৃষ্টি হওয়ায় সমাপ্তির পর সেগুলো বিদ্যমান জনবল দ্বারা রিপোর্ট রির্টান প্রস্তুত, হিসাবপত্র ঠিক করা, বিভিন্ন খাতাপত্র ও লেজার লিখন, সার্ভিস ডেলিভারী, পরিচালন ও তদারকীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টিও হচ্ছে। ১৫টি সমাপ্ত প্রকল্পের উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ৬১০৬ জন জনবলও রয়েছে। এছাড়া এ সকল সমাপ্ত প্রকল্পে সরকার কর্তৃক ঋণ তহবিল হিসেবে ৮৯৯৬৯.৭৪ লক্ষ টাকা মাঠে বিতরণ থাকায় এ সকল সমাপ্ত প্রকল্পের জনবলকে বিদায়ও করা যাচ্ছে না। তদুপরী এ সকল প্রকল্পে কর্মরত জনবল বিআরডিবি'র মূল সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিভিন্ন সময়ে মহামান্য উচ্চ আদালতে ৯১টি রীট মামলা দায়ের করেছে এবং এ সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মহামান্য আদালতের বিভিন্ন স্তরের বিচারাধীন মামলাসমূহের মধ্যে ৫টি মামলায় (রিভিউ পিটিশিন নং-৪৪/১৭, ১৪২/১৮, ১৪৩/১৮, ১৪৪/১৮, ১৪৫/১৮ যা যথাক্রমে রীটপিটিশন নং-৮৮৬০/০৯, ২৮৫৬/১৭, ১৮০৯/১৪, ১৭১০/১৩, ১১৫২২/১৩, হতে উদ্ভুত) সম্প্রতি মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ হতে রিভিউ এর রায় প্রচার করেছেন।

৩। মহামান্য আদালতের উল্লিখিত রায়ে বাদীগণকে বিআরডিবি'র রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর/আত্মীকরণ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। মহামান্য আদালতে বিচারাধীন মামলাসমূহের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন ২৭টি মামলায় বাদীর সংখ্যা প্রায় ১০০৫জন। আপিল বিভাগে ৩১টি মামলায় প্রায় ৭৭৫জন, ২৪টি রিভিউ মামলায় প্রায় ৮৩৭জন। এ সকল মামলার রায় বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা থাকায় যথাসময়ে তা বাস্তবায়ন করতে না পারার কারণে মহামান্য উচ্চ আদালতে ১০টি আদালত অবমাননার (Contempt petition) মামলাসহ নানা কারণে বিব্রতকর অবস্থার সন্মুখীন হতে হচ্ছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরীর শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলেও মহামান্য উচ্চ আদালতে সমাপ্ত প্রকল্পের জনবল কর্তৃক ৯১টি রীট মামলায় বিআরডিবি'র শূন্য পদে আত্মীকরণ/নিয়মতিকরণ করার নির্দেশনাসহ ১৩টি রীটমামলায় চলমান নিয়োগ হতে রীটকারীদের জন্য মোট ৬৫৭টি পদ সংরক্ষণের জন্য আদেশ দিয়েছেন। ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়াও এগিয়ে নেয়াও সম্ভব হচ্ছে না। এ সকল মামলাগুলো চালিয়ে নেয়াও প্রতিষ্ঠানের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। কারণ মামলাগুলো পরিচালনায় বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে এবং মামলাগুলোর গতি প্রকৃতি পরিবীক্ষণের জন্য অতিরিক্ত লোকবলের আবশ্যকতাও দেখা দিয়েছে। উচ্চ আদালতে দায়েরকৃত এসব মামলার কারণে আদালত অবমাননার মামলাসহ প্রতিনিয়ত বিব্রতকর অবস্থার সন্মুখীন হতে হচ্ছে। আদালতের নির্দেশে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরও এসব মামলায় ব্যক্তিগতভাবে হাজিরা দিতে হচ্ছে। ফলে বিআরডিবি'র স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনায় গুরুতর সমস্যার সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আর এসকল মামলার রায় বাস্তবায়ন করা বিআরডিবি'র একার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বর্তমান বাস্তবতায় মহামান্য আদালতের কনটেম্পট পিটিশনের কার্যক্রম পরিহার করতে হলে এ সকল কর্মচারীদের রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে।

আকবর আলী
উপপরিচালক (জঃ ও সঃ)
বিআরডিবি ঢাকা।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে যে সকল মামলার কার্যক্রমে সর্বোচ্চ আদালত চূড়ান্ত নিস্পত্তিকরণে (Exhaustion of all proce
সরকার বা বিআরডিবি'র পক্ষে আর কোন প্রতিকার প্রার্থনার সুযোগ নেই, সে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের রাজ
বাজেটে আত্মীকরণের বিষয় বিবেচনায় এনে ৭নং আলোচ্যসূচিতে বিআরডিবি'র সাংগঠনিক কাঠামো ও সরঞ্জাম তালিকায় (টিওএন্ডই) পুনর্বিন্যাসের যে প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়েছে পর্ষদ সদয় বিবেচনায় তা গ্রহণ করতে পারেন। এতদব্যতিত ক্রমাগত মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং উদ্ভূত আইনগত জটিলতা বিশেষভাবে বিবেচনার দাবি রাখে। এ কারণে আইনগত পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিআরডিবি'র জন্য অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি ও বিকল্প ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিআরডিবি'র বিদ্যমান আইন উপদেষ্টাদের সাথে উচ্চ আদালতের আরও ৫জন অভিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা সহযোগে ০৭ জনের একটি পূর্ণাঙ্গ আইন উপদেষ্টা প্যানেল যথানিয়মে সৃজন করা প্রয়োজন। এ প্রস্তাবেও পর্ষদের নীতিগত অনুমোদন প্রার্থনা করা হলো।

03.01.19
আক্কাছ আলী
উপপরিচালক (জঃ ও সঃ)
বিআরডিবি, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রতিষ্ঠান শাখা-২
www.rdcd.gov.bd

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
জনসংযোগ ও সমন্বয়
ডকেট নং ৭৮৮
তাং ৩/১/১৯

স্মারক নং- ৪৭.০২৩.০০৬.৬২.০০.১৩৫.২০১৪-২২(৬)

২৬ পৌষ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ---------------------------
০৯ জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)'র পরিচালনা বোর্ডের ৪৯ তম সভায় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)'র পরিচালনা বোর্ডের ৪৯ তম সভা গত ২৫/১০/২০১৮খ্রি: তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি:- বর্ণনামতে।

০৯/০১/২০১৯
(আইরীন ফারজানা)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৬৩২১১
e-mail: org2.section@rdcd.gov.bd

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)
পল্লী ভবন, ৫, কাওরান বাজার, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):-

০১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। অতিরিক্ত সচিব (প্রতিষ্ঠান) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
০৫। অফিস কপি।

মহাপরিচালক এর দপ্তর
তাং ০৫/০২/১৯
পরিচালক (প্রশাঃ)
পরিচালক (আই)
পরিচালক (সরেঃ)
পরিচালক (পমূপ্রঃ)
পরিচালক (প্রশিঃ)
যুগ্ম পরিচালক
উপ-পরিচালক (জন)
একান্ত সচিব
মহাপরিচালক
এর স্বাক্ষর ঃ
ডকেটকারীর স্বাক্ষর ঃ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী ভবন
৫ কাওরানবাজার, ঢাকা-১২১৫

স্মারক নং: ৪৭.৬২.০০০০.১০২.০৬.০০৪.১৮.২১৬ তারিখ: ০৭ জানুয়ারী ২০১৯ খ্রি.

বিষয় : বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড(বিআরডিবি)-এর পরিচালনা পর্ষদের ৪৯তম সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

বিগত ২৫ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)-এর পরিচালনা পর্ষদের ৪৯তম সভার কার্যবিবরণী স্বাক্ষরিত হয়েছে।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কার্যবিবরণী'র অনুলিপি এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হ'ল।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে (২১ পৃষ্ঠা)।

07.01.2019

মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার
মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
ও
সদস্য সচিব
বিআরডিবি পরিচালনা পর্ষদ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, সদস্য, পরিচালনা পর্ষদ, বিআরডিবি, ঢাকা।
০২) সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, সদস্য, পরিচালনা পর্ষদ, বিআরডিবি, ঢাকা।
০৩) অতিরিক্ত সচিব ও প্রতিনিধি, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪) জনাব মোঃ শাহজাহান, অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা।
০৬) নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, সমবায় ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৭) মহাপরিচালক, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, গোপালগঞ্জ।
০৮) মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া।
০৯) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব (যুগ্মসচিব), স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
১০) জনাব মোঃ তৌফিকুল আরিফ, যুগ্ম সচিব, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১) জনাব মোঃ মনজুরুল আনোয়ার, যুগ্ম-প্রধান, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
১২) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব , স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
১৩) জনাব মোঃ মুখলেছুর রহমান, ডিজিএম, মাইক্রোক্রেডিট ডিভিশন, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৪) নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন, মতিঝিল, ঢাকা (সভাপতি মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

স্মারক নং: ৪৭.৬২.০০০০.১০২.০৬.০০৪.১৮.২১৬ তারিখ: ০৭ জানুয়ারী ২০১৯ খ্রি.

কার্যার্থে অনুলিপি প্রদান করা হলো:

০১) পরিচালক -- (সকল), বিআরডিবি, ঢাকা/সিলেট।
০২) প্রকল্প পরিচালক/নির্বাহী পরিচালক---------------------------------(সকল), বিআরডিবি, ঢাকা/ রংপুর/ফরিদপুর/গাইবান্ধা।

07.01.2019

মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার
মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
ও
সদস্য সচিব
বিআরডিবি পরিচালনা পর্ষদ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী ভবন
৫-কাওরাণ বাজার, ঢাকা-১২১৫।

ফোনঃ ০২-৮১৮০০০২
ফ্যাক্সঃ ০২-৮১৮০০০৩
Email: dg@brdb.gov.bd
Web: www.brdb.gov.bd

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদের ৪৯তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি: জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেন, *এমপি,*
মাননীয় মন্ত্রী,
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়,
স্থান: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
সময়: সকাল ১১.০০ ঘটিকা
তারিখ: ২৫ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার ১০ কার্তিক ১৪২৫ বঙ্গাব্দ।
উপস্থিতি: পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদের ৪৯তম সভা ২৫ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ, ১০ কার্তিক ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার সকাল ১১.০০ ঘটিকা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং বিআরডিবি পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেন, *এমপি* সভায় সভাপতিত্ব করেন। পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মশিউর রহমান রাঁঙ্গা, *এমপি,* পর্ষদের সম্মানিত সদস্য ও বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন এর সভাপতি জনাব ইসরাফিল আলম *এমপি*, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এস.এম. গোলাম ফারুক ও অন্যান্য সম্মানিত সদস্যবর্গ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

০২। সভাপতি মহোদয় একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের অভ্যুদয় ও ক্রমবিকাশের প্রতি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, কুমিল্লা পদ্ধতির আঙ্গিকে এ প্রতিষ্ঠানটি দেশের পল্লী উন্নয়নের প্রশাসনিক, ভৌত ও প্রাতিষ্ঠানিক পটভূমি রচনা এবং কৃষির আধুনিকীকরণের মাধ্যমে সবুজ বিপ্লব ছড়িয়ে দেয়। ক্ষুদ্র ঋণের আধুনিক ধারণার প্রয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রদিশারী বিআরডিবি। এ প্রতিষ্ঠানটি এক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছে এযাবৎ তার যথার্থ স্বীকৃতি পায়নি। স্বীকৃতি পেয়েছে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যা এ ধারণা ও অনুশীলনের কাছে অনেকখানি ঋণী।

০৩। পর্ষদের সদস্য-সচিব ও মহাপরিচালক বিআরডিবি সভাকে অবহিত করনে যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'দ্বি-স্তর সমবায়ের' কর্মপদ্ধতি ও দর্শনের আলোকে ১৯৭২ সালে প্রবর্তন করেন সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী। পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পল্লীর জনগণ ও জনপদের বহুমাত্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুধা বিস্তৃত কর্মকৌশল গৃহীত হয়। এর অনুবর্তনে বিআরডিবি গ্রামভিত্তিক কৃষক সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্রদের সংগঠিতকরণ এবং ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন, আধুনিক কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি অবলম্বন, যৌথ পরিকল্পনা গ্রহণ, সমবায় বিপনন ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং 'বীজ-সার-সেচ' প্রযুক্তির আওতায় গ্রামীণ কৃষি ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনয়ন করে। কৃষক সমবায়ের উপরিকাঠামোতে প্রতিষ্ঠিত হয় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় সমিতির সুদৃঢ় কাঠামো। কেন্দ্রীয় সমিতি ব্যাপকতর ব্যাংকিং ও ঋণ কার্যক্রম গ্রহণ, বিপনন ব্যবস্থা বিস্তৃতকরণ, নতুন প্রযুক্তি-নির্ভর প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ সেবা প্রসারণ ও বিদ্যুতায়নের আওতায় বিস্তৃত সেচ কার্যক্রম গ্রহণ এবং গ্রামীণ পূর্ত কর্মসূচীর আওতায় অবকাঠামোগত পরিবর্তনে অপেক্ষাকৃত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এভাবে পরস্পর নির্ভরশীলতার মাধ্যমে বিকশিত হয় 'দ্বি-স্তর সমবায়ের' চর্চা ও অনুশীলন।

০৪। বিআরডিবি'র মহাপরিচালক তাঁর উপস্থাপনায় বলেন, সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের ক্রমধারায় ১৯৮২ সালে একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরডিবি'র অভ্যুদয়। দ্বি-স্তর সমবায়ের আঙ্গিকে গ্রামীণ সংগঠন সৃষ্টি, নেতৃত্বের বিকাশ, নিজস্ব সঞ্চয় ও শেয়ারের মাধ্যমে পুঁজি গঠন এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রবর্তনের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠান দারিদ্র বিমোচনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। নতুন কৃষি প্রযুক্তি, আধুনিক সেচ ব্যবস্থা, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আয় উৎসারী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে বিআরডিবি নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত করে চলেছে। উল্লেখ্য, বিআইডিএস ২০১০ সালে

		সুসংহত করার লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ডিজিটাল বিআরডিবি গঠনে বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে সভাকে অবহিত করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮, নীতিমালা, নির্দেশিকা প্রভৃতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, মাঠ পর্যায়ে ই-লার্নিং এর গুরুত্বারোপ, মাঠপর্যায়ের উপপরিচালকদের যানবাহন প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম সভাকে অবহিত করা হয়। চলমান এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে বিআরডিবি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৩টি প্রকল্পের জন্য ৯৪৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। বরাদ্দবিহীন ভাবে সবুজ পাতায় বিআরডিবি'র নিম্নবর্ণিত ৮টি প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, যা বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন আছে:	প্রবর্তনের লক্ষ্যে "পল্লী উন্নয়ন রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নকল্পে সারথি প্রকল্প শীর্ষক" একটি প্রকল্প গ্রহণ করবে।

১	পল্লী উৎপাদন বৃদ্ধি কল্পে বিআরডিবি'র নবজাগরণ প্রকল্প	৩০৬৩২৪৮৩. (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনের মতামতের প্রেক্ষিতে বাংলায় প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যা শীঘ্রই প্রেরণ করা হবে
২	লালমনিরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও পঞ্চগড় জেলার দরিদ্রদের জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প	৯৩ ৮২.১৪ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছিল। পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ অনুয়ায়ী সাম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে।
৩	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি	২০৬৩৫.০৫ (লক্ষ টাকা)	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক পুর্নগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। শীঘ্রই অনুমোদনের জন্য একনেকে প্রকল্পটি উপস্থাপিত হবে।
৪	মহিলা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ,টাংগাইল এর সম্প্রসারণ , সংস্কারও , আধুনিকায়ন প্রকল্প	৪২৩৮১০. (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনের মতামতের প্রেক্ষিতে বাংলায় প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অতিসত্বর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পর প্রকল্প দলিলটি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
৫	বিআরডিবি জোরদার ও ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প	৫৯৩৭৪৪৪. (লক্ষ টাকা)	এ্যাপ্রাইজাল সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারনের লক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তরের (যেমন: রাজউক, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, তিতাস গ্যাস, ইত্যাদি) ছাড়পত্রের জন্য পত্র প্রেরণ ও যোগাযোগ করা হয়েছে।
৬	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প-৩য় পর্যায়	৬৯৮৪৪.১২ লক্ষ টাকা	প্রকল্পের ২য় পর্যায় এর ডিপিপি প্রণয়নের পর মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৭	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়	৯৫০০০.০০ (জিওবি)	প্রকল্পটি ৩য় পর্যায় গ্রহণের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন। প্রকল্পটির ২য় পর্যায়ের আইএমইডি'র মুল্যায়ন প্রতিবেদন পাওয়ার পর প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
৮	বিআরডিটিআই শক্তিশালীকরণ ও আধুনিকায়ন প্রকল্প	৪৭৩৪.০৪ (লক্ষ টাকা)	পূনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৬	বিআরডিবি'র সাংগঠনিক ও অফিস তালিকা	সভায় জানানো হয় যে, পল্লীর দরিদ্র জনগনের জীবনমান উন্নয়ন ও অবিকশিত জনপদের বিকাশ সাধনের জন্য প্রত্যন্ত পল্লী পর্যন্ত পল্লী পরিসেবা নিশ্চিত করার জন্য ১৯৮৪ সন হতে বিআরডিবি'র বিদ্যমান সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকা পুনর্বিন্যাস করা সময়ের দাবি। বিশেষ	ক) মাঠ পর্যায়ে জনবল ও সরঞ্জামের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে যথাসম্ভব

4.

	(টিওএন্ডই) পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাবের বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ।	করে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ প্রবর্তনের পর বিভাগ পর্যায় পর্যন্ত নতুন কর্ম কাঠামো বিস্তৃতকরণ এবং সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ নীতির আলোকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত বিআরডিবি'র সাংগঠনিক কাঠামো বিস্তৃতকরণের চাহিদা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। এছাড়া বিআরডিবি'র ৩টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পল্লীর দুঃস্থ জনগণকে আয় উৎসারী কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণের জন্য বিআরডিবি'র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং উপজেলা পর্যায়ের ট্রেনিং ইউনিট ও মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরে লোকবল কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা জরুরী প্রতীয়মান হচ্ছে। এ ব্যতীত উচ্চ আদালতে সমাপ্ত প্রকল্পের ৬৫০০ জন কর্মচারী কর্তৃক উচ্চ আদালতে রুজুকৃত মামলায়, ১৩ টি রীট মামলায় চলমান নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ৬৫৭টি পদ সংরক্ষণের আদেশ জারিকরণ, ১০টি কনটেম্পট মামলার কার্যক্রম এবং উচ্চ আদালতে চূড়ান্তভাবে নিস্পত্তিকৃত ৫টি মামলায় ১০৩জন কর্মী আত্মীকরণের নির্দেশনার কারণে একদিকে শূন্য পদে আদালত কর্তৃক নির্দেশিত কর্মীদের নিয়োজিতকরণ যেমন জরুরী হয়ে উঠছে, তেমনি লোকবলের চাহিদার নিরিখে বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো বিস্তৃত করাও একান্ত আবশ্যক। এ প্রেক্ষাপটে সভায় বিআরডিবি'র সাংগঠনিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে ১৭৭৭৮টি নতুন পদ সৃজন ও সরঞ্জাম সংস্থানের লক্ষ্যে উক্ত কাঠামো পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবটি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে সরকার সমীপে একটি সুবিন্যস্ত সাংগঠনিক কাঠামো উপস্থাপনের বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদের নীতিগত অনুমোদন প্রার্থনা করা হয়।	সীমিত কলেবরে সাংগঠনিক কাঠামো ও সরঞ্জাম তালিকা প্রণয়ন ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়ে সভা নীতিগত অনুমোদন প্রদান করে।
৭	বিআরডিবি'র আওতায় পরিচালিত ঋণ কর্মসূচিসমূহকে অভিন্ন কাঠামোর আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে একটি ফাউন্ডেশন সৃজনকল্পে ইতোমধ্যে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি অবহিতকরণ।	সভাকে জানানো হয় যে, বিআরডিবি ১৫টি প্রকল্প নিজস্ব ব্যবস্থাধীনে পৃথক পৃথক কর্মসূচী হিসেবে পরিচালনা করছে। প্রকল্পের সূচনায় ভিন্ন ভিন্ন কর্ম কাঠামো এবং ব্যাংকিং পদ্ধতির আওতায় বিভিন্ন ঋণ নিয়মাচার অনুসরণ, পার্থক্যসূচক সেবামূল্যের হার প্রবর্তন ও বিভিন্ন কর্মপরিধিতে কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে একদিকে একই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মসূচির সুফলভোগীদের মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে, অন্যদিকে রিপোর্ট ও রির্টান প্রস্তুতকরণ, রেজিসট্রার ও লেজার লিখন, নথি সংরক্ষণ এবং একই কর্মপরিসরে ভিন্ন ভিন্ন জনবল দ্বারা পরিসেবা নিশ্চিতকরণ, কর্মসূচি পরিচালন, পরিবীক্ষণ ও তদারকীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এছাড়া, সুফলভোগীদের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে পৃথকভাবে সংগঠিতকরণের ফলেও সমন্বিত পল্লী উন্নয়নের ধারণা ও চর্চাও ব্যাহত হচ্ছে। এ বিবেচনায় বিআরডিবি'র আওতায় পরিচালিত সকল কর্মসূচিকে অভিন্ন কাঠামোর আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে একটি ফাউন্ডেশন সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সভাকে অবহিত করা হয় যে, একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পের উপদেষ্টা কাউন্সিলের গত ১৯/০৪/২০১৫ খ্রি, তারিখের সভায়ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন সমজাতীয় একই ধরণের কর্মসূচীগুলোকে একীভূত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বর্ণিত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিআরডিবি এ সংস্থার সকল সমজাতীয় কর্মসূচীকে একীভুত করে একটি ফাউন্ডেশন সৃজনের বিষয়ে ২৬/০১/২০১৭ তারিখের ৪৭তম বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অন্যদিকে, সভাকে আরো জানানো হয় যে, বিআরডিবি'র বিভিন্ন কর্মসূচির কর্মচারীদের ১২০৫ জনের মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রুজুকৃত ৩২টি মামলা, ৭৭৫ জনের আপিল বিভাগে রুজুকৃত ৩১টি মামলা, ৮২৩ জনের আপিল বিভাগে রুজুকৃত ২৩টি রিভিউ মামলা,	বিআরডিবি'র নিজস্ব ব্যবস্থাধীনে পরিচালিত ১৫টি কর্মসূচি এবং এরূপ ভবিষ্যত কর্মসূচিসমূহ সুব্যবস্থাপনায় আনয়নের লক্ষ্যে একটি অভিন্ন কাঠামো স্বরূপ প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশন সৃজনের লক্ষ্যে গৃহীত কার্ডক্রম সম্পর্কে পরিচালনা পর্ষদ অবহিত হয়। তবে সভা কর্মচারীদের মামলা সংক্রান্ত বিষয়গুলো আলোচ্য বিষয়-১১ এর আওতায় আলোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

		সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। ঋণ তহবিল হিসাবে উক্ত টাকা পাওয়া গেলে ঋণ তহবিলের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হবে এবং সেই সাথে উপকারভোগী বিত্তহীন সদস্যদের ক্রমবর্ধমান ঋণের চাহিদাও পূরণ করা সম্ভব হবে।	
১১	বিআরডিবি'র বিভিন্ন সমাপ্তকৃত ও চলমান প্রকল্পের কর্মচারীদের রাজস্ব বাজেটের আওতায় আত্মীকরণের বিষয়ে . রুজুকৃত রীটমামলা ও কনটেম্পট পিটিশনসমূহের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য বিআরডিবি'র সাংগঠনিক কাঠামো ও সরঞ্জাম তালিকায় (টিওএন্ডই) সংশোধনী আনয়ন এবং পূর্ণাঙ্গ আইন উপদেষ্টা প্যানেল সৃজনের বিষয়ে প্রস্তাবনা।	সভাকে জানানো হয় যে, ১৫টি সমাপ্ত প্রকল্পের প্রাক্তন ও বর্তমান কর্মচারীগণ বিআরডিবি'র মূল সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিভিন্ন সময়ে মহামান্য উচ্চ আদালতে ৯১টি রীট মামলা দায়ের করেছে। এ সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মহামান্য আদালতে বিভিন্ন স্তরে বিচারাধীন মামলাসমূহের মধ্যে ৫টি মামলায় (রিভিউ পিটিশন নং-৪৪/১৭, ১৪২/১৮, ১৪৩/১৮, ১৪৪/১৮, ১৪৫/১৮ যা যথাক্রমে রীটপিটিশন নং-৮৮৬০/০৯, ২৮৫৬/১৭, ১৮০৯/১৪, ১৭১০/১৩, ১১৫২২/১৩, হতে উদ্ভূত) সম্প্রতি মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ হতে রিভিউ এর রায় প্রচারিত হয়েছে। চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তিকৃত এ সকল মামলার রায়ে ১০৩জনকে ''বিআরডিবি'র রাজস্ব বাজেটে'' আত্মীকরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সভাকে অবহিত করা হয় যে, মহামান্য আদালতে বিচারাধীন মামলাসমূহের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন ২৭টি মামলায় বাদীর সংখ্যা প্রায় ১০০৫ জন। আপিল বিভাগে ৩১টি মামলায় প্রায় ৭৭৫ জন, ২৪টি রিভিউ মামলায় প্রায় ৮৩৭জন। এ সকল মামলার রায় বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিআরডিবি'তে প্রত্যাশিত পদে অবিদ্যমানতা, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতির আবশ্যকতা এবং সমতুল পদ, পদবী ও বেতনক্রমের অসঙ্গতি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণে যথাসময়ে রায় বাস্তবায়ন করতে না পারায় মহামান্য উচ্চ আদালতে ১০টি আদালত অবমাননার (Contempt petition) মামলা রুজু হয়েছে। অনুরূপভাবে আদালত অবমাননার আরো মামলা রুজু হবে মর্মে আশংকা করা হচ্ছে। সমাপ্ত প্রকল্পের জনবল কর্তৃক ৯১টি রীট মামলায় বিআরডিবি'র শূন্য পদে আত্মীকরণ/ নিয়মিতকরণ করার নির্দেশনাসহ ১৩টি রীট মামালায় চলমান নিয়োগ হতে রীটকারীদের জন্য মোট ৬৫৭টি পদ সংরক্ষণের জন্য আদেশ দিয়েছেন। ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়াও এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। উচ্চ আদালতে দায়েরকৃত এসব মামলার কারণে আদালত অবমাননার মামলায় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত হাজিরার নির্দেশনাসহ প্রতিনিয়ত বিব্রতকর অবস্থার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। বর্তমান বাস্তবতায় মহামান্য আদালতের কনটেম্পট পিটিশনের কার্যক্রম পরিহার করতে হলে আদালতের নির্দেশনামতে এ সকল কর্মচারীদের আইন ও বিধিগত প্রক্রিয়া ও শর্তপূরণ সাপেক্ষে বিআরডিবি'র সেট-আপ-এর অভিন্ন পদে আত্মীকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। পরিচালনা পর্ষদকে জানানো হয়, যে সকল মামলার কার্যক্রম সর্বোচ্চ আদালতে চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তিকৃত এবং সরকার বা বিআরডিবি'র পক্ষে যে যে ক্ষেত্রে আর কোন প্রতিকার প্রার্থনার সুযোগ নেই, সে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিআরডিবি'র সেট-আপ-এ আত্মীকরণের বিষয় বিবেচনায় এনে ৭নং আলোচ্যসূচিতে বিআরডিবি'র সাংগঠনিক কাঠামো ও সরঞ্জাম তালিকা (টিওএন্ডই) পুনর্বিন্যাসের যে প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়েছে পর্ষদ তাও ভিন্নতর/অতিরিক্ত বিকল্প হিসেবে সদয় বিবেচনায় গ্রহণ করতে পারেন।	ক) সর্বোচ্চ আদালতে চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তিকৃত সকল মামালায় মহামান্য আদালতের নির্দেশনার আলোকে যথাযথ আইন ও বিধিগত প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক যাঁরা অন্যকোন বিবেচনায় অনুপযুক্ত গণ্য হবেন না, এমন পিটিশনারদের যথাশীঘ্র বিআরডিবি'র স্থায়ী সেট আপ-এর অভিন্ন পদে আত্মীকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। খ) বিআরডিবি'র উচ্চ আদালতের বিদ্যমান ০২ (দুই) জন আইন উপদেষ্টার সাথে যথানিয়মে আরও ৫ জন অভিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা নিয়োগ করে অতি সত্বর ০৭ জনের একটি পূর্ণাঙ্গ আইন উপদেষ্টা প্যানেল সৃজন করতে হবে।

		সভাকে আরো জানানো হয়, ক্রমাগত মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং উদ্ভূত আইনগত জটিলতা বিশেষভাবে বিবেচনার দাবী রাখে। এ কারণে আইনগত পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিআরডিবি'র জন্য অধিকতন সুযোগ সৃষ্টি ও বিকল্প ব্যবস্থা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বিআরডিবি'র উচ্চ আদালতের বিদ্যমান ০২ (দুই) জন আইন উপদেষ্টার সাথে আরও ৫ জন অভিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা সহযোগে যথানিয়মে ০৭ জনের একটি পূর্ণাঙ্গ আইন উপদেষ্টা প্যানেল সৃজন করা প্রয়োজন। এ প্রস্তাবেও পর্ষদের নীতিগত অনুমোদন প্রার্থনা করা হয়।	
১২	বিআরডিবি'র বিভাগীয় মামলার আপিল সংক্রান্ত বিষয়াবলী	সভায় উল্লেখ করা হয় যে, বিআরডিবি'র ০৯ জন বর্তমান ও প্রাক্তন কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলায় তাঁদের উপর আরোপিত দন্ড মওকুফের জন্য পরিচালনা পর্ষদ সমীপে আপীল আবেদন দাখিল করেছেন। এ কর্মচারীদের মধ্যে রয়েছেন: জনাব তপন কুমার মন্ডল, উপপরিচালক, যশোর, প্রাপ্তন উপপরিচালক (পটুয়াখালী), জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, চরফ্যাশন, ভোলা, জনাব আলিম উদ্দিন চৌধুরী, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (বরখাস্তকৃত), জনাব মোঃ মাহতাব উদ্দিন, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (বরখাস্তকৃত), জনাব অঞ্জনা রাণী ঘোষ, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, সদর উপজেলা, নড়াইল, জনাব তারেক ইকবাল আজিজ, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, ডুমুরিয়া উপজেলা, খুলনা, জনাব এস এম আরিফুর রহমান, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, সদর উপজেলা, পটুয়াখালী, বেগম নিসা, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, রূপসা উপজেলা, খুলনা এবং জনাব এম এ বাতেন (ই-১৬২৩), উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, সদর উপজেলা, নেত্রকোনা (প্রাক্তন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, টঙ্গীবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ)। সভায় জানানো হয় যে, এ আবেদনকারীদের মধ্যে জনাব এম এ বাতেন (ই-১৬২৩), উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, সদর উপজেলা, নেত্রকোনা তাঁর আপিল আবেদন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। সভায় অবশিষ্ট ৮জন কর্মকর্তার বিভাগীয় শাস্তি মওকুফের আপিল আবেদন বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর পর্ষদ পর্যালোচনাপূর্বক মতামত উপস্থাপনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)-এর নেতৃত্বে ৩ (তিন) সদস্য-বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনের বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়।	বিআরডিবি'র বিভাগীয় মামলায় দন্ডপ্রাপ্ত ৮জন কর্মকর্তার আপীল আবেদনের বিষয় পর্যালোচনাপূর্বক মতামত উপস্থাপনের জন্য পর্ষদ নিম্নোক্ত কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে: ১। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ - সভাপতি। ২। যুগ্মসচিব(আইন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ - সদস্য। ৩। পরিচালক (প্রশাসন), বিআরডিবি- সদস্য সচিব। কমিটি বর্ণিত বিষয়ে আগামী পর্ষদ সভায় প্রতিবেদন দাখিল করবেন।
১৩	বিআরডিবি'র/ ইউসিসিএসমূহের সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	আইআরডিপি'র সূচনাকালে প্রত্যেকটি ইউসিসিএ'কে টিটিডিসি স্থাপনের জন্য প্রায় ২০ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর উপজেলা পরিষদের নতুন ভবন এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও অডিটরিয়াম স্থাপনসহ বিভিন্ন কারণে এ জমি হতে স্থান বরাদ্দ করা হয়। এভাবে ক্রমান্বয়ে ইউসিসিএ'র অনুকূলে বরাদ্দকৃত সম্পত্তি সীমিত হতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে সমবায়ীদের টাকায় কেনা সম্পত্তিও বেহাত হয়ে যাচ্ছে। দু'একটি ক্ষেত্রে ঐকমত্যের ভিত্তিতে জমি/সম্পত্তির বিনিময়ে জমি/সম্পত্তি প্রদান করা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ যেমন পাওয়া যাচ্ছে না, তেমনি বিনিময়ে জমি বা সম্পত্তিও পাওয়া যাচ্ছে না। এ প্রক্রিয়া সমবায় আন্দোলনকে যারপরনাই ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এ সকল সমস্যার আশু সমাধানের জন্য পর্ষদের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন মর্মে সভায় জানানো হয়।	পরিচালনা পর্ষদ বিআরডিবি/ইউসিসি এ'র জমি/সম্পত্তির স্বত্ত্ব দখল রক্ষার্থে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
	১৩(ক) ফরিদপুর সদর উপজেলায় বিআরডিবি'র	সভায় জানানো হয় যে, ফরিদপুর সদর উপজেলায় উপজেলা কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে বিআরডিবি'র অনুকূলে বরাদ্দকৃত ভূমিতে নির্মিত বিআরডিবি'র পরিত্যক্ত জরাজীর্ণ গোডাউন অপসারণ ও তদস্থলে	পর্ষদ বর্ণিত সমঝোতা স্মারকটি নীতিগতভাবে

		পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ফেডারেশন এর নেতৃত্বাধীন উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির আওতাধীন ৮৯,৫৬৫টি প্রাথমিক (গ্রাম ভিত্তিক) সমিতির প্রায় ২০ লাখ সদস্যের (গ্রামের সমবায়ী কৃষক শ্রমিক) ৪৫ বছরের মুষ্টিচাল, সাপ্তাহিক চাঁদা, শেয়ার ও মূলধনসহ অন্যান্য খাত হতে প্রায় ৫৩২ কোটি ৯০ লাখ টাকা রয়েছে। বর্তমানে দেশের ৪৭৯টি উপজেলার উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিসমূহের কার্যালয়ে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে। এছাড়া কৃষক সমবায়ীদের নিকট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের জন্য অভিজ্ঞ ও দক্ষ ২২০০ কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছে। এ সকল সমিতির ঋণ আদায়ের হার ৯৭%। তিনি বর্ণিত বিষয়ের প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু পল্লী ও সমবায় উন্নয়ন ব্যাংক লি. নামে একটি আলাদা ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য সভাপতি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাকে তিনি আরো জানান যে, এ ব্যাংকটি ৪৭৯টি উপজেলায় একসাথে চালু করা হলে ৪৫ বছরের কষ্টার্জিত এ তহবিলের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও সুরক্ষা দেয়া সম্ভব হবে। এছাড়া এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ড. আখতার হামিদ খান উদ্ভাবিত এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর দিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে গ্রামীণ কৃষকদের সমন্বয়ে গড়ে উঠা দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায়ী সদস্যদের ঋণ বিতরণ ও আদায়বৃদ্ধিসহ শেয়ার ও সঞ্চয়ের পরিমান বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দ খাদ্য উৎপাদনমুখী কর্মে যুক্ত হয়ে বেকারত্ব হ্রাসসহ জিডিপি'তে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।	আরো গভীরভাবে পর্যালোচনা করে আগামী কোন সভায় পুন:উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত প্রদান করে।

সভায় অন্য কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় বিআরডিবি পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ও অদ্যকার সভার সভাপতি উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
ও
সদস্য সচিব, বিআরডিবি পরিচালনা পর্ষদ

খন্দকার মোশাররফ হোসেন, *এমপি*
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান, বিআরডিবি পরিচালনা পর্ষদ